দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ DEC 08 1997
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

265

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করার পর একজন শিক্ষার্থী যখন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করে, মাননীয় চ্যান্সেলর মহোদয়ের নিকট হতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী কালো গাউন এবং শিরস্ত্রাণ পরিধান করে শিক্ষা জীবনের মূল সনদপত্র গ্রহণ করে তখন তার মত পরম আনন্দ এবং স্মৃতি অনন্ত শিক্ষর্থীদের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। দীর্ঘ ২৯ বছর পর এই সমাবর্তনের উদ্যোগে সত্যিই প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মনে খুশীর উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু ঐ আনন্দঘন মুহূর্তটি শুধু ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রী অর্জনকারীদের এবং শ্রদ্ধেয় অমর্ত্য সেন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত ডিগ্রী অর্জনকারীদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে স্বাধীনতার পর হতে (অর্থাৎ ১৯৭০ হতে সর্বশেষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত) আমার মত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনরা ঐ সমার্তনের আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় মূল সনদপত্র সংগ্রহ করেননি, তাদের বাকী জীবনে আর সমাবর্তন ভাগ্যে জুটবে কিনা তা আল্লাহ পাকই জানেন।

অতএব, দেশের এই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের মনের আশা পূরণে এই ৪০তম সমাবর্তনের তারিখ পরিবর্তন করে সকল ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর সমাবর্তনে অংশগ্রহণের অনুমোদন প্রদান করার লক্ষ্যে ভিসি মহোদয়, ডিইউ সিন্ডিকেট এবং মাননীয় চ্যান্সেলর-এর সদয় ও কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

–মোঃ আলী হোসেন,
সমন্বয় কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বিমান (এপিএস বিভাগ),
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

SHEET — OF — SHEETS